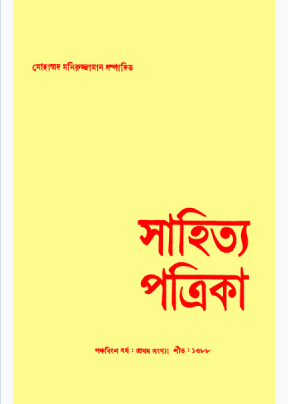

Vol. 25 | No. 1 | 1981

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

লালন ফকিরের জন্ম কোন ধর্ম সম্পদায়ে

Volume	25
Issue	1
Year	1981
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	রাহুল পিটার দ
Published online	December 1, 1981
DOI	10.62328/sp.v25i1.10
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v25i1.10
Pages	182-184
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

Check for updates

লালন ফকিরের জন্ম কোন ধর্মসম্প্রদায়ে

রাহুল পিটার দাস

১৩৮৬ বঙ্গাব্দে রচিত তাঁহার "লালন ফকির—কবি ও কাব্য" নামক পুস্তকে (কলিকাতায় প্রকাশিত) অধ্যাপক সনৎকুমার মিত্র ৩৩ হইতে ৪৯ পৃষ্ঠায় লালন যে কোন ধর্মসম্প্রদায়ে জন্মলাভ করেন, এই প্রশ্নটির বিস্তারিত পুনরালোচনা করিয়াছেন। তাঁহার এই আলোচনাটি মোটের উপর বাস্তবিক নিরপেক্ষ ও বৈজ্ঞানিক রীতি-অনুসারী। ইহাতে বিস্তীর্ণ তথ্যসকলের ভিত্তিতে ঐতিহাসিক দিক দিয়া বিচার করিলে দেখা যায় যে, উক্ত প্রশ্ন-বিষয়ক গবেষণাটি কয়েক স্তরে উন্নত হইয়াছে। সর্বপ্রথমে আমরা পাই ১৮৯০ খ্রীস্টাব্দের ৩১শে অক্টোবরের "হিতকরী" পত্রিকার সম্পাদকীয় নিবন্ধ (সম্ভবতঃ শ্রী রাইচরণ দাস কর্তৃক বিরচিত), যাহার মতে লালন মূলতঃ ছিলেন ভৌমিক বংশীয় কায়স্থ। পরবর্তী কালে হিন্দু-মুসলমান বহু গবেষকও এই মত প্রকাশ করেন। অন্য মতাবলম্বী হইলেন অতঃপর কুষ্টিয়াজন্মা গবেষক শ্রীবসন্তকুমার পাল; তিনি লিখেন যে লালন কর-বংশজ কায়স্থ। এই প্রসঙ্গে পাল মহাশয় লালনের বংশপরম্পরারও কিছু পরিচয় দেন। দেশবিভাগের পর পূর্ববঙ্গীয় গবেষক জনাব মুহম্মদ আবু তালিব ও জনাব লুৎফর রহমান নির্ণয় করিলেন যে লালন মুসলমান ঘরের ছেলে।

বাউলরা অ-সাম্প্রদায়িক, জাতি ও ধর্মভেদ মানেন না। লালন ফকিরও বহুবার তাঁহার গানগুলিতে এই ভাবতত্ত্বই প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার ধর্ম কোনও মতবাদের শৃঙ্খলে আবদ্ধ নহে; ইহাতে সেকালে সেই দেশে প্রচলিত সকল ধর্মেরই আভাস পাওয়া যায়, বিকল্পে কোনও ধর্মেরই হুবহু প্রতিবিম্ব মিলে না। ইংরাজীতে এইরূপ ধর্মকে কহে syncretic। ফলে লালনের আচার-ব্যবহার, ভাবধারা ইত্যাদিতে সকল সম্প্রদায়ের লোকই স্বীয় স্বীয় সম্প্রদায়গত বৈশিষ্ট্য কিয়দংশে খুঁজিয়া পাইত এবং আজও পাইয়া থাকে। তিনি যে কোন সম্প্রদায়ে জন্মগ্রহণ করেন, এই প্রশ্নটির উত্তর এই কারণেই সহজভাবে দেওয়া যায় না।

লালনের জীবনসাধনা, সাহিত্য ও আধ্যাত্মিকতা তথা জনসাধারণের উপর ইহাদের প্রভাব সম্বন্ধীয় আলোচনায় লালনের ব্যক্তিগত উৎসটি অবান্তর। কিন্তু বিজ্ঞান সবই জানিতে চায়, সুতরাং, এই সমস্যাটিরও সমাধানের ভার বিজ্ঞানসেবী বৈজ্ঞানিক (জ্ঞানচর্চা মাত্রই বিজ্ঞান, জ্ঞানচর্চী মাত্রই বৈজ্ঞানিক) নিজ স্কন্ধে আরোপিত করিয়া লইয়াছেন। অথচ বৈজ্ঞানিকেরাও মানুষ, মানবমনের সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর বাহিরে আসা তাঁহাদেরও পক্ষে অতীব কষ্টসাধ্য হইয়া উঠিতে পারে। উপর্যুক্ত সমস্যার বেলায় তাহা হইয়াছেও।

প্রথমে ধরা যাউক "হিতকরী"র প্রবন্ধের উক্তিটিকে (দ্র. মিত্র, পৃ. ৬৭-৭১)। লেখক লালনের বংশ ও পূর্বধর্ম সম্বন্ধে যাহা প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা জনশ্রুতি মাত্র; তিনি নিজেই তাহা লিখিয়াছেন ('তবে সাধারণে প্রকাশ লালন ফকির জাতিতে কায়স্থ ছিলেন') কোনও প্রমাণ নাই। যাঁহারা পরবর্তী কালে লালন সম্বন্ধীয় অনুরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন, তাঁহারাও তাহা করিয়াছেন বিনা প্রমাণে। সন্দেহ জাগে যে, তাঁহারা

"হিতকরী"র প্রবন্ধটির বক্তব্যটিকেই পরীক্ষা না করিয়াই অবিকল সত্য বলিয়া মানিয়া লইয়াছেন।

পালবাবুর তথ্যগুলিও যে কোথা হইতে সংগৃহীত এবং কতখানি নির্ভরশীল, তাহা আজও স্পষ্টরূপে জানা যায় নাই—ইহারা আজও সকল পরীক্ষার বহির্ভূত রহিয়া গিয়াছে। সুতরাং তাঁহার মতও পুরাপুরিরূপে মানিয়া লওয়া চলে না।

অতঃপর আবু তালিব তথা লুৎফর রহমান সাহেবদের বক্তব্য :—শ্রীমিত্রের পরীক্ষা ও গবেষণা হইতে এতটুকু নিঃসন্দেহে জানা যায় যে, উক্ত গবেষকদিগের বৈজ্ঞানিক নিয়মনিষ্ঠতা ও নির্ভরযোগ্যতা-বিষয়ক আস্থা পোষণ করা যায়। এই বিষয়ে মিত্র মহাশয়ের পুস্তকের "ঘ" অনুসূত্রটিও দ্রষ্টব্য (পৃ. ৯৭-১০৬), কেননা ইহা হইতে জানা যায় যে পূর্ববঙ্গীয় অন্যান্য নামজাদা লালন-গবেষক ও শ্রীমিত্রও আমাদিগের এই মতটির ন্যায় অনুরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন। বস্তুতঃ ব্যাপারটি অতি দুঃখজনক। বৈজ্ঞানিক সত্যসন্ধিৎসা এইরূপে তথ্যসকলের উপর জবরদস্তিতে পরিণত হইলে স্বীয় ধর্ম বা সম্প্রদায়ের মহিমা কি বৃদ্ধি পায়?

অস্মদ্দ্বারা পুনরায় উৎক্ষিপ্ত বিষয়বস্তুর সমালোচনায় বিশেষ করিয়া "সব লোকে কয় লালন কি জাত সংসারে" গানটির প্রতি মনোনিয়োগ করা প্রয়োজন। উপর্যুক্ত পূর্ববঙ্গীয় গবেষকদ্বয়ের মতে লালন গানটির শেষ স্তবকে তাঁহার জাতের 'খাৎনা' সাধ-বাজারে ঘুচাইয়াছেন। মিত্রবাবু দেখাইয়াছেন যে এই উক্তিটিকে লালনের নিজস্ব উক্তি বলিয়া ধরিয়া লওয়া অসম্ভব। এবং বস্তুতঃ ইহাও তো বিবেচণীয় যে, যে ব্যক্তি বারংবার নিজ জাতি নিরপেক্ষতা বা বিহীনতা প্রকাশ করিয়াছেন, সেই ব্যক্তি কি করিয়া হঠাৎ নিজ জাতির এইরূপ উৎকট পরিচয় দিয়া বসিবেন—বিশেষতঃ, সমস্ত গানটিই যখন এইরূপ পরিচয় দিবার বিরুদ্ধভাব প্রকাশক। অন্যান্য সংকলকেরা 'খাৎনা'র স্থলে লিখিয়াছেন 'কাতা' বা 'ফাতা'। 'কাতা' শব্দটি পূর্ববঙ্গের কয়েকটি উপভাষায় বেশ প্রচলিত, ইহার অন্যান্য রূপ 'কিতা' ও 'কেতা'। শব্দগুলির অর্থ 'রকম', 'কায়দা', 'ধরন', 'ঢং'; ইহারা আসিয়াছে আরবী قطع হইতে, ফার্সী ও উর্দূর মাধ্যমে। শেষোক্ত ভাষা দুইটিতে শব্দটি সম্ভবতঃ প্রাদেশিক আরবীর মাধ্যমে প্রবেশলাভ করে। বঙ্গে আসিবার পূর্বে শব্দটির উচ্চারণও قطع-এ পরিণত হয় (উর্দূতেও এই উচ্চারণ লক্ষণীয়), এবং মূল আরবী শব্দটির অর্থও ('কাটা', 'খণ্ড' ইত্যাদি) পরিণতি লাভ করে। আরও লক্ষণীয় এই যে, قطعة 'খণ্ড' শব্দটির উচ্চারণও উক্ত শব্দটির উপর নিজ প্রভাব বিস্তার করিয়াছে—ইহারই ফলে বাংলায় বিভিন্নরূপ উচ্চারণ দেখা যায়।

গানে 'কাতা' শব্দটি ধরিয়া লইলে লালনের বক্তব্যটি এই হইয়া দাঁড়ায় যে, তিনি নিজ জাতের 'রকম', 'ঢং' ইত্যাদি সাধ-বাজারে ঘুচাইয়াছেন। গানটির অন্যান্য অংশগুলির সহিত এই উক্তিটি সামঞ্জস্য রক্ষা করিতেছে।

আবার ধরা যাউক মূল গানের কথা 'কাতা' নহে, 'ফাতা'। শব্দটি 'ফাতনা' তথা 'ফৎনা' শব্দের রূপান্তর মাত্র; ইহাদের অর্থ 'মাছ ধরিবার ছিপের সুতায় বাঁধা সোলা'। 'ফাতা' যেরূপে ইঙ্গিত প্রদায়ক, পৈতা, সুন্নৎ ইত্যাদিও সেইরূপে ইঙ্গিত প্রদায়ক। লালন এই সকল ফাতারূপ ইঙ্গিত পরিত্যাগ করিয়াছেন তথা মানেন না। এই উক্তিটিও সামঞ্জস্য রক্ষা করে।

অবশ্য 'ফাতা'র সাধ-বাজারে ঘুচানটি কেমন-কেমন লাগে, কারণ ফাতা তো মাছ ধরিবার সামগ্রী, হাটে-বাজারে তাহা কিরূপে ঘুচান যায়? "অবিস্মরণীয় লালন" নামক ১৯৭৫ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত HMV-র ECSD 2525 নং রেকর্ডে শ্রীমতী আরতি মুখোপাধ্যায়ের গাওয়া "সব লোকে কয় লালন কি জাত সংসারে" গানটিতে সত্য সত্যই এই লাইনটি পাওয়া যায়:— 'লালন বলে জাতের ফৎনা ডুবিয়েছি সাধ-বাজারে'। তবে ইহাও বুঝিতে একটু কষ্ট হয়। ফৎনা ডুবে ঠিকই, কিন্তু তাহা পুকুরে, সাধ-বাজারে কি? আমাদের মতে 'কাতা'-ই শুদ্ধ পাঠ, তবে এই সিদ্ধান্তটি যে কাতি (قاطع) নহে, তাহাও স্বীকার্য।

সে যাহাই হউক, মোটের উপর এতটুকু বলা যাইতে পারে যে, লালন ফকির অর্থাৎ বাউল হইবার পূর্বে কোন জাতীয় ছিলেন, তাহা আমরা আজও জানিতে পারি নাই, এবং লালন নিজেও তাহা বলিয়া যান নাই। মিত্র মহাশয়ও এই মত প্রকাশ করিয়াছেন, কিন্তু পরক্ষণেই জানাইয়াছেন যে তাঁহার মতে "হিতকরীর" নিবন্ধের লেখকের উক্তিই সত্য হইবার সম্ভাবনা অধিক। ইহা সম্বন্ধে আমরা উপরে আমাদের মত প্রকাশ করিয়াছি।